প্রথম আলো বাংলাদেশ

‘স্বাধীনতার’ আনন্দ কোচবিহারের ছিটমহলে

কলকাতা প্রতিনিধি | আপডেট: ০১:৫০, জুন ০৭, ২০১৫ | প্রিন্ট সংস্করণ

সকাল থেকেই অধীর অপেক্ষায় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার পোয়াতুরকুঠি ছিটমহলের বাসিন্দারা। কখন শুনতে পাবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে ছিটমহল বিনিময়-সংক্রান্ত সীমান্ত চুক্তি অনুস্বাক্ষরের দলিল বিনিময়ের সুখবরটি। এক সময় সেই খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাজি ফাটানোর শব্দে কেঁপে ওঠে পুরো ছিটমহল। শুরু হয় রং খেলা। চলে মিষ্টিমুখ। সন্ধ্যায় অনেকের বাড়ি সাজানো হয় আলোকসজ্জায়।

দিনহাটা মহকুমার পোয়াতুরকুঠির কয়েকজনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানতে গতকাল শনিবার প্রথম আলোর এ প্রতিনিধির ফোনে কথা হয়। তাঁদের একজন আবুল হোসেন কাজি। উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারছিলেন না আবুল হোসেন। বললেন, ‘৬৮ বছর পর এই প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ পেলাম। কী যে আনন্দ হচ্ছে, তা ভাষায় বোঝাতে পারব না। আমরা এখন স্বাধীন। একটি দেশের নাগরিক।’ বাংলাদেশে ফিরে যাবেন কি না—এ প্রশ্নের জবাবে আবুল হোসেন জানালেন, তাঁরা ভারতীয় নাগরিক হিসেবে থাকবেন। ছিটমহলে তাঁরা অনেকে মিলে ভারতীয় পতাকা তুলেছেন।

পোয়াতুরকুঠি ও বাকালির ছড়া ছিটের বাসিন্দারা ব্যান্ড পার্টির বাদ্যের সঙ্গে নেচেগেয়ে বিজয় মিছিল করেন।

স্থানীয় বেশ কয়েকজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলে জানা গেছে, কোচ-বিহারের বাংলাদেশি ছিটমহলগুলোতে গতকাল এ রকমই আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। এসব ছিটমহলের মোট বাসিন্দার সংখ্যা ১৪ হাজারের কিছু বেশি।

পোয়াতুরকুঠির যুবক মোহাম্মদ বুলু হোসেন গতকাল বিকেলে মিষ্টি বিতরণ করেছেন। এখানকারই বাসিন্দা কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাদ্দাম মিয়া। খুশিতে উদ্বেল সাদ্দাম বললেন, ‘আজ আমাদের ছিটমহলবাসীদের স্বাধীনতা দিবস। আমরা আর পরগাছা নই। আমরা স্বাধীন, আমরা মুক্ত।’